দৈনিক ইনকিলাব

APR. 25 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা তুলে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেছেন, শতকরা ৭০ ভাগ ফেল আর ব্যাপক নকলের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে এসএসসি ও এইচএসসি'র মতো দুঃং পাবলিক পরীক্ষার এখন আর আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষার মানের ভয়াবহ অবনতি এবং অব্যাহত নকলের কারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের এই দু'টি পাবলিক পরীক্ষার এখন আর কোন গুরুত্ব নেই। এ অবস্থায় এই দু'টি পাবলিক পরীক্ষা

৫-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

তুলে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

এর পরিবর্তে 'ও' লেভেল বা 'এ' লেভেলের মতো 'স্যাট' জাতীয় পরীক্ষা নেয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখা হচ্ছে।

'নকলমুক্ত পরিবেশে ও সুষ্ঠুভাবে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গতকাল শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম) আয়োজনে গতকাল ঢাকার ধানমণ্ডিতে নায়েম মিলনায়তনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাসচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, নায়েমের মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস আলী দেওয়ান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবদুর রশীদ, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা নূর মোহাম্মদ, ভাওয়াল বদরে আলম কলেজের প্রিন্সিপাল রেজাউল বারী জামালী, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল বেগম শামসেয়ারা, ঢাকার মণিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সফদার আলী, ধানমণ্ডি গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রশিদ উদ্দিন জাহিদ, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল এ কে নেওয়াজ, ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অভিভাবকদের পক্ষে বেগম হাফিজা খাতুন, মোখলেসুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ। সেমিনারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, সকল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপাল ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ, নায়েমের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক নকলের জন্য ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যক্রম, পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের আযোগ্যতা ও শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে অমনোযোগিতাকে দায়ী করে বলেন, শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা আজকাল কিছু শিখতে পারছে না বলেই তারা নকলে উৎসাহী হচ্ছে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারছে না। শ্রেণীকক্ষে এখন শিক্ষকরা শুধু পড়াতেই অনাগ্রহী নয়, নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও তাদের আগ্রহ খুব কম। বহু হেড মাস্টার বা প্রিন্সিপালকে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পাওয়া যায় না। তাদের কোন জবাবদিহিতাও নেই। পাঠ্যবই যারা লেখেন তারাও স্কুল-কলেজের সাথে জড়িত নন এবং এসব ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাও নেই। শিক্ষকদের মানের অবনতির কারণেই শিক্ষার মানের এই ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর কোথাও পরীক্ষার হলের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয় না। অথচ আমাদের দেশে যুদ্ধের পরিবেশে পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। এতো নকলের পরও ৭০% ফেল করছে। যারা পাস করছে তাদের মানও সন্তোষজনক নয়। উচ্চশিক্ষার জন্য পরবর্তী ভর্তি পরীক্ষায়ও তারা মোটেই ভালো করতে পারছে না। এ অবস্থায় পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। পুলিশী পদ্ধতিতে জোর করে নকল বন্ধ করা যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ পাঠদান পদ্ধতিসহ এই পরীক্ষা পদ্ধতি বেশী দিন পুষে রেখে লাভ নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব বোর্ডের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর রাখার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, এতবড় পাবলিক পরীক্ষা আর না রাখার জন্য সরকারও সিরিয়াসলি চিন্তা-ভাবনা করছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেন, ১৯৭২ সালে এদেশে সর্বপ্রথম যে গণনকলের বীজ বপন করা হয়েছিল তা এখন এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকার নকল প্রতিরোধে অত্যন্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিয়ে যেটুকু সফল হয়েছে তাকে খুবই স্বল্পমেয়াদী ও অস্থায়ী পদক্ষেপ বর্ণনা করে তিনি বলেন, নকল বন্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই ঢেলে সাজানো হবে। নকল বন্ধের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্লাসরুমে পাঠদান নিশ্চিত করা, পাঠ্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজে এখন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। ছাত্র-ছাত্রীরা আজ এখানে কোন নৈতিক শিক্ষা পাচ্ছে না বলেই তারা বিপথে ধাবিত হচ্ছে। এজন্য শিক্ষকদের ব্যর্থতাকে তিনি দায়ী করেন।

শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেন, শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এখন আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে না বলেই শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট লাভের জন্য নকলকেই একমাত্র পথ বলে বিবেচনা করছে। শিক্ষাঙ্গনগুলোকে রাজনীতিমুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে তিনি ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলারও সমালোচনা করেন।